প্রতিষ্ঠানটির অধিক্ষেত্রের এলাকা শুল্ক কর্মকর্তা ঐ রেজিস্টারটি প্রতিস্বাক্ষর করবেন। ইউপি ইস্যুর পর ইউপি নম্বর ও তারিখ এবং ইনল্যান্ড ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(চ) সরবরাহ আদেশের দ্বিতীয় কপিটি আদেশ ইস্যুর অনধিক সাত কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউপি জারিকারী কর্মকর্তার কাছে পৌঁছাতে হবে।

(ছ) সরবরাহকৃত পণ্যের কাঁচামাল কোন অবস্থাতেই ৬ (ছয়) মাসের বেশি সময়ের জন্য অসমন্বিত অবস্থায় রাখা যাবে না। ৬ (ছয়) মাসের মধ্যেই ইনল্যান্ড ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র খুলে এবং ইউপি গ্রহণ করে অবশ্যই কাঁচামালের সমন্বয় সাধন করতে হবে। পণ্য চালানসমূহের মূল্য নির্বিশেষে এই বিধান কার্যকর হবে।

০৩। বিজিএমইএ/বিকেএমইএ ক্রয় আদেশের purchase order-এর মাধ্যমে ইউপি জারি করা যাবে এবং রপ্তানিকৃত শিল্পের ও বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের স্বার্থে অন্তর্বর্তীকালীন গৃহীত এই সিদ্ধান্তকে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ ৭টি রপ্তানি ঋণপত্রের মধ্যে যে কোন একটি বা একাধিক ঋণপত্রের (বিবিএলসি) বিপরীতে সমন্বয় করার বিষয়ে বিজিএমইএ/বিকেএমইএ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে আমদানিনীতি আদেশের অনুচ্ছেদ ২৪(ঈ)(চ) এর ব্যাপারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সংশোধনী আদেশ সংগ্রহ করে পেশ করবেন। অন্যথায় এক মাস পরে আর এই সুযোগের আওতায় ইউপি জারি করা হবে না এবং এই ধরনের ক্ষেত্রগুলোকে ITC contravention পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা হবে।

০৪। প্রতিটি সরবরাহ আদেশের উপরে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর সিলসহ প্রতিস্বাক্ষর করবে। বিজিএমইএ/বিকেএমইএ বন্ড কমিশনারেটের সাথে আলোচনা করে উল্লিখিত আদেশের/রেজিস্টার ফরমেট প্রণয়ন করবেন।

০৫। নিরীক্ষা ও বকেয়া আদায়ের ব্যাপারে বিজিএমইএ ও বিসিসিএএমইএ সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

০৬। নথি নং-২(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/১৪.৮২-১৪৯৩ তারিখ ১.১১.২০০০ইং এর অনুচ্ছেদ ২১ এর শর্তাবলি আংশিক সংশোধন করা হলো।

০৭। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আবুল কাসেম)
সদস্য (শুল্ক)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

উৎস: মূল কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(১)বন্ড কমি:/অফিস আদেশ/এ-২/২০০১/ তারিখ: ৯/১২/২০০১

আদেশ

এ বিষয়টি উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ইউপি আবেদনসমূহ যথাসময়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবহতি করা হয় যে, নথি খুঁজে না পাওয়ার জন্য ইউপি আবেদন উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। অথচ সুপারিনটেনডেন্ট (ইউপি) সহ সকল শাখা সহকারী এবং পরিদর্শকগণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, ইউপি আবেদন পাওয়ার পর নথি খুঁজে না পেলে সহকারী/উপ-কমিশনারকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করতে হবে। কারণ লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, কতিপয় ঝুঁকিবহুল প্রতিষ্ঠান ইউপি আবেদন ফেলে রেখে আর যোগাযোগ করেন না এবং রপ্তানির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পণ্য রপ্তানি হয়েছে মর্মে দাবি করেন। আর এই কর্মের সাথে পরোক্ষভাবে ইউপি উপস্থাপন না করার দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ত্বরিৎ পদক্ষেপের অভাবেই ঝুঁকিবহুল প্রতিষ্ঠানটিকে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করে দেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক ও যত্নবান হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো এবং ভবিষ্যতে ইউপি আবেদন ফেলে রাখা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

০২। এখন থেকে ইউপির আবেদন নথিতে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়াবলি পরীক্ষান্তে সুস্পষ্ট মতামতসহ পেশ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(ক) বন্ড লাইসেন্সটি হালনাগাদ নবায়নকৃত কিনা;

(খ) বন্ডারের বিরুদ্ধে কোন অনিয়ম মামলা/দাবিনামা বা সরকারের পাওনা আছে কিনা;

(গ) উপকরণ উৎপাদনসহগ ডেডো কর্তৃক অনুমোদিত কিনা এবং সে মোতাবেক ব্যবহৃত কাঁচামালের আলোকে consumption chart পরীক্ষান্তে সঠিক পাওয়া গিয়েছে কিনা;

(ঘ) সর্বশেষ এলসি পরিদর্শন কত তারিখে হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত ফলাফল;

(ঙ) এলসি, পি/আই, consumption chart, ইউপির আবেদনপত্র বন্ডার অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত কিনা এবং দলিলাদি লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িক কিনা;

(চ) মাস্টার এলসি দাখিল করা হয়েছে কিনা এবং এ সংক্রান্ত পর্যালোচনা প্রতিবেদন;

(ছ) বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার মধ্যে চাহিদাতব্য কাঁচামাল রয়েছে কিনা এবং বন্ড রেজিস্টার মোতাবেক ইন-বন্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি হাল-নাগাদ পরীক্ষা করে সঠিক পাওয়া গিয়েছে কিনা;

(জ) ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করা হয়েছে কিনা;

(ঝ) বন্ড রেজিস্টারের একটি ডুপ্লিকেট কপি এলাকা অফিসারের নিকট জমা দেয়া হয়েছে কিনা।

০৩। এই আদেশ ১০.১২.২০০১ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

[মো: মতিউর রহমান]
সহকারী কমিশনার
বন্ড এলাকা-২
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা

উৎস: মূল কপি।